দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 11 NOV 1997 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

প্রাইমারী স্কুলের পাঠ্যবই

আগামী ১৯৯৮ শিক্ষাবর্ষে প্রাইমারী স্কুলের পাঠ্যবই সরবরাহ নিয়ে মারাত্মক সংকটের আশংকা দেখা দিয়েছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত এক খবরে বলা হয়েছে যে, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের ৪ কোটি ৩৬ লাখ ১২ হাজার বইয়ের চাহিদার বিপরীতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড মাত্র ১ কোটি ৪৮ লাখ ৩১ হাজার ৩৪২টি বই সরবরাহ করেছে। বোর্ডের গুদামে বর্তমানে মওজুত আছে মাত্র ১১ লাখ ৯৯ হাজার ৭৪২টি বই। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্রের বরাত দিয়ে এই সংকটের কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, নতুন বছরের জন্য বোর্ডের বই মুদ্রণের ব্যাপারে আগে থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় বোর্ডের গুদামে বইয়ের স্টক নেই এবং এ জন্য অধিদফতরকে প্রয়োজনীয় বই সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। নভেম্বরের প্রথমেই যেখানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরকে তাদের চাহিদার সমুদয় বই সরবরাহ করার কথা, সেখানে ডিসেম্বরের মধ্যেও সব বই বাঁধাই করে বোর্ডের সরবরাহ করা সম্ভব হবে কি-না তা নিয়ে সংশয় প্রকাশের কথা উক্ত খবরে উল্লেখ করা হয়েছে। এ-ও বলা হয়েছে যে, বোর্ড কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরকে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই সরবরাহের পর এসব বই সারাদেশে বিতরণের জন্য কয়েক মাস সময় লেগে যায়। কাজেই, বোর্ড কর্তৃক অধিদফতরকে বই সরবরাহ করতে যদি ডিসেম্বর মাস শেষ হয়ে যায়; তাহলে স্কুল পর্যায়ে বই বিতরণ করতে বছরের প্রথম কয়েক মাস লেগে যেতে পারে। আর তাতে করে বইয়ের অভাবে সারাদেশে প্রাইমারী স্কুলের লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশোনা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও বিতরণের ব্যাপারে প্রায় প্রতিবছরই এ-ধরনের বিলম্বের ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। আর প্রতিবার এটাও লক্ষ্য করা যায় যে, এই বিলম্বের কারণ প্রধানত পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নানা রকম অনিয়ম ও অদক্ষতা। অথচ সময় মতো পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে যথাসময়ে বই পৌঁছে না এবং বিঘ্নিত হয় তাদের পড়াশোনা। শিক্ষকদের পক্ষেও নির্ধারিত সময়ে কোর্স সমাপ্ত করা সম্ভব হয় না। আর এতে ছাত্র-ছাত্রীদের ধারাবাহিক শিক্ষাক্রমে কিছুটা ফাঁক প্রায় প্রতি বছরই থেকে যাচ্ছে। যে কোনো সচেতন সমাজে একে গুরুতর শৈথিল্য হিসাবে গণ্য করার কথা। এদেশেও ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বিলম্বে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছার অনাকাংক্ষিত ঘটনা নিয়ে এ যাবত বহু কথা হয়েছে, লেখালেখিও বিস্তর হয়েছে। কিন্তু দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় অতি জরুরী এই বিষয়টির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের কার্যক্রম, দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধির তেমন কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এছাড়া প্রায় প্রতি বছরই পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও সরবরাহে এই যে শৈথিল্য ও বিলম্ব—এ নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও বিশেষ চিন্তিত এমন মনে করারও কোনো কারণ নেই। কেননা, ঊর্ধ্বতন মহলের যথাযথ খবরদারি ও চাপ থাকলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের পক্ষে এহেন শৈথিল্য প্রদর্শনের কোনো অবকাশ থাকতো না।

প্রকাশিত খবরে এবারের বিলম্ব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্রের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রাথমিক স্তরের বই বাঁধাইয়ের ব্যাপারে ২০টি পুস্তক বাঁধাই প্রতিষ্ঠানকে সবে মাত্র কার্যাদেশ দান করা হয়েছে। শুধু বাঁধাইয়ের ব্যাপারে নয় বরং মুদ্রণ ও সরবরাহের ব্যাপারেও লেটার অব ইনডেন্ট ইস্যু, কার্যাদেশ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম পিছিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বিলম্বের প্রধান কারণও এখানেই নিহিত। কাজেই পাঠ্যপুস্তক বোর্ড নিজে এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এই বিলম্বের কারণ সম্পর্কে জ্ঞাত নন—এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। তারপরও প্রায় প্রতি বছর সারদেশে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে এই বিলম্ব কি এটাই প্রমাণ করে যে সংশ্লিষ্ট বোর্ড, বিভাগ এবং ঊর্ধ্বতন মহল এই বিষয়টির প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী নন এবং প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিচ্ছেন না? কিন্তু সরকার শিক্ষার প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ করছেন এবং শিক্ষা খাতকে যে রকম অগ্রাধিকার দিচ্ছেন, তাতে তো পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও সরবরাহে অবাঞ্ছিত বিলম্ব সৃষ্টির কোনো অবকাশ থাকার কথা নয়। তারপরও বিলম্ব হচ্ছে। কেন হচ্ছে, কি কারণে হচ্ছে এবং কাদের জন্য হচ্ছে এই বিলম্ব—তা তলিয়ে দেখা অপরিহার্য। পরয়োজনে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও সরবরাহের ক্ষেত্রে বিলম্বের কারণগুলোকে চিরতরে নির্মূল করে পড়াশোনার ক্ষয়ক্ষতি থেকে শিক্ষার্থীদের চিরদিনের মত মুক্ত রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।